জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
FATHER OF THE NATION BANGABANDHU
SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
MEMORIAL TRUST

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ

শুভ উদ্বোধন

গ্রাম-তেতুইবাড়ি, মৌজা-সারাবো, ইউনিয়ন- কাশিমপুর, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর
৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ/১৮ই নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ, সোমবার সকাল ১০:০০

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০
১৮ নভেম্বর ২০১৩

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ-এর শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে আমার দীর্ঘদিনের লালিত একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এজন্য আমি পরম করুণাময় আল্লাহতা'য়ালার কাছে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবিত উত্তরাধিকারী আমি ও আমার ছোট বোন শেখ রেহানা ১৯৯৪ সালের ১১ই এপ্রিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দাতব্য এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের সেবাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতির পিতার ধানমন্ডী ৩২ নম্বরের বাড়িটির মালিকানা আমরা ট্রাস্টের হাতে সমর্পন করে এটিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তর করি।

লাখ লাখ দেশী-বিদেশী মানুষ এ জাদুঘর পরিদর্শন করতে আসেন। জাতীয় শোক দিবস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক বিভিন্ন দিবসে ট্রাস্ট বছর জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের পরিবারের অভাবগ্রস্ত সদস্যদের ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রতি বছর বৃত্তি ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করা হয়।

ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে সারাদেশে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি পালন করে আসছে। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে। গাজীপুরের কাশিমপুর ইউনিয়নে ট্রাস্টের নিজস্ব জমিতে এটি নির্মাণ করা হয়েছে।

আমার পিতার সংগ্রামমুখর জীবনে আমার মা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন। পুরোদস্তুর গৃহিনী হওয়া সত্ত্বেও বাবার বাইরের জগৎকে মা সামাল দিতেন বুদ্ধিমত্তার সাথে। নিভৃতচারী আমার মা সংসারের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও নিরলসভাবে আর্ত মানবতার সেবা করে গেছেন। অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই এই মহিয়সী নারীর নামে এই স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রের নামকরণ করা হলো।

বর্তমান সরকার গৃহীত পিপিপি অর্থাৎ 'সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব' কর্মসূচির একটি সফল বাস্তবায়ন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ । সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের যৌথ অর্থায়নে গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে।

বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে। অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য সুলভে চিকিৎসা প্রাপ্তির সুবিধাও এতে থাকবে।

মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী মোহাম্মদ নজীব বিন তুন আব্দুল রাজাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধনের জন্য আমার আমন্ত্রন রক্ষা করায় আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ-এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সহ-সভাপতি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

বাণী

আমার বাবাকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার যোগ্যতা কী?' বাবা উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি।' সাংবাদিকের পরের প্রশ্ন ছিল, 'আপনার অযোগ্যতা কী ?' বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।' বাঙালি জাতিকে ভালোবাসতে বাসতেই ঘাতকের নির্মম আঘাতে প্রাণ হারালেন বাবা; তাঁর সহগামী হলেন আমার মা, ভাই, ভাইবউ ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়।

বাঙালি জাতি তথা মানুষকে ভালোবাসার সেই অদম্য শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত হয়েছে আমার বড়বোন শেখ হাসিনা এবং আমার রক্তে। রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে জনসেবার পাশাপাশি বাবার অম্লান স্মৃতিকে অবলম্বন করে আমরা দুবোন গড়ে তুলি 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'; অলাভজনক, দাতব্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটি ছিল বাবা-মায়ের প্রিয় প্রাঙ্গন, তাই সরকারি বাসভবন ছেড়ে তিনি এখানেই থাকতেন। এ বাড়ি থেকেই তিনি বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৬৬-এর ৬ দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন, ৭১-এ ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫শে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার, ৭২-এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতিবিজড়িত এ বাড়ি; আর ৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট এ বাড়িতেই তিনি সপরিবারে শাহাদাৎ বরণ করেন। আমরা দুবোন এ বাড়ির মালিকানা ত্যাগ করে তা উপহার দিয়েছি বাংলার জনগণকে; জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে এটিকে করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের পদচারণায় এটি সদা মুখরিত। এছাড়াও ট্রাস্ট অনেক ধরণের জনহিতকর কাজ করে থাকে। দুস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি।

কন্যা, জায়া, জননী সব হিসেবেই আমার মা ছিলেন স্বমহিমায় ভাস্বর। বিশেষ করে আমার বাবার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে মা ছিলেন অবারিত শান্তির প্রতীক। বাবার কঠিন জীবনকে তিনি নীরবে যেমন সহজ করে দিতেন, তেমনি সংসারের হালও ধরে রাখতেন শক্ত হাতে। মানুষের সেবা করতেন অকাতরে। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কাউকে শূণ্য হাতে ফিরতে হতো না। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আমাদের পরিকল্পনা ছিল মায়ের নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে গাজীপুরে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জমি ক্রয় করা হয়। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ।

এর শুভ উদ্বোধন করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম। আমার বাবা-মা সারাটা জীবন মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই হাসপাতালের সুচিকিৎসা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সেটাই আমার কাম্য।

অত্র হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে যারা কাজ করেছেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
খোদা হাফেজ।

শেখ রেহানা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে'র শুভ উদ্বোধনের আনন্দ মাহেন্দ্রক্ষণে আমি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের সম্মানিত সহ-সভাপতি শেখ রেহানাকে যাদের উদ্যোগে 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদেরকে বাড়তি ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে, তাঁরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে এ মহতী কাজে অবদান রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনীর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের পক্ষে কাজ করতে পেরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গর্বিত।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী মোহাম্মদ নজিব বিন তুন আব্দুল রাজাককে সাদর সম্ভাষণ জানাই।

দেশে যখনই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে তখনই স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ খাতকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যুহার কাঙ্খিত হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ ২০১০ সালে বাংলাদেশকে এমডিজি পুরস্কার প্রদান করে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির সফল ব্যবহারের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) বাংলাদেশকে সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত করে। টিকাদানে ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য ২০০৯ এবং ২০১২ সালে 'গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাক্সিন এ্যান্ড ইমুইনাইজেসন' (GAVI) এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে বাংলাদেশ।

'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ' দেশে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

(ডা. আ ফ ম রুহুল হক, *এম.পি*)

আহ্বায়ক
অপারেটর নিয়োগ কমিটি
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে
বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ

বাণী

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের যাত্রা শুরুর এই আনন্দঘন মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই আধুনিক ও বিশেষায়িত হাসপাতালটি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট আমাকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছিল এই হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজের জন্য একটি উপযুক্ত অপারেটর নিয়োগের। এমন মহান দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত মালয়েশিয়ার সর্ববৃহৎ হাসপাতাল চেইন কেপিজে হেলথকেয়ার বেরহাড এই হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজের অপারেটর হিসেবে সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি রয়েছে। ফলে বাংলাদেশে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হলো। নার্সিং কলেজটি আমাদের দেশে কোয়ালিফায়েড নার্সের অভাব পূরণ করে নার্সিং পেশার প্রসার ও উন্নয়নেও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। অপারেটর নিয়োগ কমিটির সদস্যবৃন্দ আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বর্তমান সরকার সদাসচেষ্ট। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের সংযোজন স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে মালয়েশিয়া সবসময় বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের এই শুভ যাত্রাক্ষণে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী মোহাম্মদ নজীব বিন তুন আব্দুল রাজাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মত হয়েছেন - এ জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার ভাতৃপ্রতিম সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে -এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামানা করছি।

নাজমুল হাসান পাপন এম.পি.

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সদস্য সচিব
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

১৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখটি 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টে'র ইতিহাসে অন্যতম উজ্জ্বল দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ এদিন 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে'র শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। দেশ তথা বিশ্ববরেণ্য নেতৃবৃন্দ এ প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। প্রধান অতিথি হিসেবে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী মোহাম্মদ নজিব বিন তুন আব্দুল রাজাক, সভাপতি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের সভাপতি, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের মাননীয় সহ-সভাপতি, বঙ্গবন্ধুর কণিষ্ঠা কন্যা শেখ রেহানা উৎসবমুখর পরিবেশে যৌথভাবে উদ্বোধন ফলক উন্মোচন করবেন। এমন সর্বজনমান্য ব্যক্তিবর্গের সানুগ্রহ উপস্থিতি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাহাত্মকে বহুগুণে বর্ধিত করবে।

বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তন্মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অন্যতম। 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে'র মাধ্যমে এই সেবা সংগঠিত আকারে প্রদান করা সম্ভব হবে। হাসপাতালে উন্নতমানের চিকিৎসা সুবিধা থাকবে। দরিদ্র-অসহায় রোগীরাও যেন সেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন কারণ তাদের এবং বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের যৌথ অর্থায়নে আবাসন সুবিধা সম্বলিত ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও ৫০ আসনের নার্সিং কলেজের সুবিশাল স্থাপনাটি নির্মিত হয়েছে। গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর সুচারুরূপে এই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন; তাদের জন্যও উষ্ণ অভনন্দন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও আসবাপত্র সরবরাহ করেছে; তাই তাঁদেরও ধন্যবাদ।

বঙ্গবন্ধু ট্রাষ্ট ২টি কমিটি প্রণয়ন করেছিল। একটির প্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ আন্তরিকতার সাথে তদারকি করেছেন। তাদেরকে ধন্যবাদ। আরেকটি কমিটির প্রধান ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নাজমুল হাসান পাপন। এ কমিটির কাজ ছিল একটি দক্ষ অপারেটর নিয়োগ করা। আমরা আনন্দিত যে, তাদের অকান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ মালয়েশিয়ার স্বনামধণ্য স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কেপিজে'কে আমরা অপারেটর হিসেবে নিয়োগ দিতে পেরেছি। কমিটির সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা। কেপিজে কর্মকর্তাদের জানাই স্বাগত। বঙ্গবন্ধু ট্রাষ্টের এবং বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের নিবেদিত প্রাণ আমার সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

জাতির পিতার মহিয়সী সহধর্মীনির নামে যে প্রতিষ্ঠান, সে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে সকলে সচেষ্ট থাকবেন- এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে'র সার্বিক সফলতা প্রার্থনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাফিজুর রহমান

PRIME MINISTER
MALAYSIA

MESSAGE

Today, we witness the official launching of the Sheikh Fazilatunnessa Mujib Memorial KPJ Specialized Hospital & Nursing College, Bangladesh.

The people of Malaysia and I extend our most sincere and heartfelt congratulations to the Bangladeshi Government and the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust, on this very happy occasion.

This hospital stands as a testimony to the strong ties that exist between both Bangladesh and Malaysia. Indeed, the positive Bangladesh-Malaysia relationship has celebrated many milestones together since the establishment of diplomatic relations between the two countries in 1972. This friendship has continued to this present day and Insya-Allah, Malaysia will continue to support, nuture and strengthen the existing ties in the years to come.

I am delighted that the opening of this hospital also marks the exchange of crucial professional know-how in the halthcare and medical services, The comming together of the Trust and Malaysia's leading provider of private healthcare services, KPJ Healthcare, is targeted to contribute to the continued development of Dhaka's patient care excellence, on several counts. This is especially important today as healthcare continues to be one of the most vital aspects of life, in every part of the world. A healthy population is the very foundation upon which we sustain a thriving national future.

Providing this hospital with its own Nursing School is also a move in the right direction. The training of health professionals is a visionary strategy to ensure the continuity of good healthcare systems,, because having the capacity and capability to ultimately train your own experts will provide a long term advantage to the community and indeed the country. These healthcare professionals will be able to reach out to the people as ambassadors of excellent and safe patient care, helping the population embrace and embody the hospital's goals and aspitations.

We hope that this new hospital will achieve great success and numerous milestones. I am confident that KPJ~a true Malaysian icon~share our national commitment to support you in this undertaking. This shared dedication to the cause is proof of the friendly cooperation amongst nations.

Today we should all be proud of the efforts undertaken, through this joint effort, to serve the community with great distinction.

Thank You.

DATO' SRI MOHD NAJIB

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেশায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ মানবসেবায় তার কর্মযজ্ঞ শুরু করতে যাচ্ছে জেনে আমি ভীষণভাবে আনন্দিত। এর নির্মাণ ও পরিচালনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইলো আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এদেশের ইতিহাসে স্বর্ণখচিত একটি নাম। এই মহিয়ষী নারীর সারাজীবনের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজটি নির্মাণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের যৌথ অর্থায়নে হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজটি নির্মাণ শেষে ট্রাস্টের হাতে এর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার কাশিমপুরের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় হাসপাতালটি নির্মাণ করায় স্থানীয় গার্মেন্টস ও অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকরাসহ স্থানীয় জনগণ কম খরচে এ হাসপাতাল হতে আধুনিক চিকিৎসাসেবা পাবেন। অর্থাভাবে তারা এতদিন এধরনের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় দেশে নার্সদের আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থাও আমারা নিয়েছি। প্রশিক্ষণ শেষে রোগীসেবার কাজে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

এনামুল হক মোস্তফা শহীদ এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজের পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আজ থেকে ৩ বছর আগে যখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পত্র পাই তখন আনন্দে মনটা ভরে গিয়েছিল। এই পরিচয় আমার জীবনবৃত্তান্তের উজ্জলতম অংশ।

জাতির জনকের নামে যে ট্রাস্ট এবং তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনীর নামে যে হাসপাতাল তার পক্ষে কাজ করার সুযোগ লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই দায়িত্ব লাভের পর থেকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমি সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করি। কমিটির অন্যান্য সদস্যাগণও সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের তৎপরতা আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট জনস্বার্থে নানা ধরণের সেবামূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে। জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এর অন্যতম কর্মসূচি। নিজে চিকিৎসক বিধায় আমি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ কর্মসূচির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ট্রাস্টের সভাপতি তথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং ট্রাস্টের সহ-সভাপতি তাঁর বোন শেখ রেহানার নির্দেশক্রমে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করছিলাম। আমাদের সকলের